ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor (RJIF): 8.4
IJAR 2023; 9(10): 51-53
www.allresearchjournal.com
Received: 22-07-2023
Accepted: 01-09-2023

রিয়া ব্যাপারী
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
সাহিত্য বিভাগ

Corresponding Author:
রিয়া ব্যাপারী
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
সাহিত্য বিভাগ

সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন দূত

রিয়া ব্যাপারী

সারাংশ

প্রাচীন ভারতে রাজারা সুষ্ঠুভাবে রাজ্য পরিচালনার জন্য দূত নিযুক্ত করতেন।'দূত' শব্দের অর্থ হল 'বার্তাবাহক'। তাঁরা একরাজ্য থেকে বার্তা বহন করে এনে অন্য রাজ্যের রাজাকে জানান।তাই স্বরাজ্য ও পররাজ্যের মিত্রতা বা শত্রুতার সম্পর্ক মূলতঃ দূতের কার্যের উপরই নির্ভরশীল।দৌতকার্যের প্রথম বর্ণনা পাওয়া যায় ঋগ্বেদে। দেবরাজ ইন্দ্র সরমা নামক একটি কুকুরকে দৌতকার্যে নিযুক্ত করেছিলেন।[১] প্রাচীন ভারতে রাজাকে 'চারচক্ষু'[২] বলা হত।রাজারা রাজনৈতিক,প্রশাসনিক প্রভৃতি বিবিধ কাজে ব্যস্ত থাকায় একরাজ্য থেকে অন্যরাজ্যের খবর নিতে পারতেন না। তাই রাজ্যের সর্বত্র ও বাইরের বার্তা আনয়নের জন্য তাঁরা দূত নিযুক্ত করতেন।তাই এক রাজ্যের রাজার সাথে অন্য রাজ্যের রাজার সন্ধি বা বিগ্রহ যেরূপ সম্বন্ধই থাকুক না কেন তা দূতে সন্ধিবিপর্যয়ৌ

কূটশব্দ সাহিত্য, দূত, গুপ্তচর, বার্তাবাহক, সন্দেশহর , চারচক্ষু , দৌতকার্য

প্রস্তাবনা

ভগবান্ মনু 'মনুস্মৃতি'তে দূতের গুণাবলী বর্ণনা করে বলেছেন —

"অনুরক্তঃ শুচির্দক্ষঃ স্মৃতিমান্ দেশকালবিদ্।

বপুষ্মান্ বীতভীর্বাগ্মী দূতো রাজ্ঞঃ প্রশস্যতে।"[৪]

বিশ্বস্ত, কুশলী,স্মরণশক্তিসম্পন্ন নির্ভর ও বাগ্মী দূত সর্বত্র প্রশংসনীয়।

দূতের গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে মহামতি কৌটিল্য তাঁর 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থের 'বিনয়াধিকারিক' প্রকরণে বলেছেন — দূত অমাত্যগুণান্বিত হওয়া প্রয়োজন।অমাত্যগুণের উপর ভিত্তি করে দূতের তিনটি শ্রেনীবিভাগ করেছেন মহামতি কৌটিল্য। যথা—

ক. নিসৃষ্টার্থ

খ.পরিমিতার্থ

গ. শাসনহর

মনু প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রকারদের সময় হয়ত অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, সংস্কৃত জগতে আবির্ভূত হয়েছেন বিভিন্ন কবি।মনু, কৌটিল্য প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রকারদের হাত ধরেই সংস্কৃত কবিরা তাঁদের কাব্য, নাটকে প্রস্ফুটিত করেছেন বিবিধ দূত চরিত্র।করভক,কুরঙ্গক,নিপুণক ,সিদ্ধার্থক,বিরাধগুপ্ত,বনেচর,দুর্মুখ, সুন্দরক সকলেই সংস্কৃত সাহিত্যের এক একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র।দৌতকার্যের প্রতি তাঁদের সততা আজও পাঠককে মুগ্ধ করে।

সংস্কৃত সাহিত্যের কয়েকজন দূত

করভক — করভক চরিত্রটির উল্লেখ পাওয়া যায় 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' — নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে।রাজা দুষ্যন্ত তখন শকুন্তলার প্রেমে মগ্ন,মৃগয়াতেও যাননি।পরে দুজন ঋষিকুমারের কথা মত রাক্ষসদের হাত থেকে তপোবনে রক্ষা করেছেন।তাঁর রাজ্যে ফেরার কোনো ইচ্ছে তখন ছিল না। শকুন্তলার প্রেমে তিনি কামাতুর হয়ে পড়েছেন,এমন সময় দৌবারিক করভককে সঙ্গে নিয়ে রাজার কাছে আসেন।করভক রাজাকে যথোচিত সন্মান জানিয়ে নিজের বার্তা প্রকাশ করেন —

"দেবী আজ্ঞাপয়তি।আগামিনি চতুর্থদিবসে প্রবৃত্তপারণো মে উপবাসো ভবিষ্যতি।তত্র দীর্ঘায়ুষা অবশ্যং সংভাবনীয়া ইতি"।৫

অর্থা, আগামী চতুর্থদিনে রাজমাতার উপবাস ভঙ্গ হবে,তাই তিনি চান তাঁর পুত্র যেন এসময় তাঁর কাছে উপস্থিত থাকে।

কিন্তু শকুন্তলাকে ছেড়ে রাজার রাজ্যে ফেরার মন নেই।তাই তিনি বিদূষককে রাজধানীতে পাঠালেন, কেননা বিদূষককে রাজমাতা নিজের পুত্ররূপই মনে করেন।বিদূষকের এই অনুপস্থিতি নাটককে এক অন্যমাত্রা দান করেছে।বিদূষকের অবর্তমানেই দুষ্যন্ত শকুন্তলার প্রণয় দৃঢ় হয়েছে, ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে শকুন্তলা দুর্বাশার শাপগ্রস্তা হয়েছেন,সেই সঙ্গে দুষ্যন্তের দ্বারা শকুন্তলাকে চিনতে না পারার মত ঘটনাও ঘটেছে।এই সকল ঘটনার পরোক্ষে রয়েছে করভকের বার্তা।

নিপুণক-

'মুদ্রারাক্ষস' নাটক মহাকবি বিশাখদত্তের অনবদ্য কৃতি।ষষ্ঠ অঙ্কের এই নাটকে গুপ্তচরদের এক অনন্য ভূমিকার উল্লেখ পাওয়া যায়। নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র চাণক্য।চাণক্যের একজন গুপ্তচর হলেন নিপুণক। নিপুণকের কার্যাবলীর উল্লেখ নাটকের প্রথমাঙ্কে পাওয়া যায়।যমপট সঙ্গে নিয়ে সে রাজ্যের আদ্যপ্রান্ত ঘুরে বেড়িয়েছে এবং বুঝতে চেয়েছে চন্দ্রগুপ্তকে রাজা হিসেবে কারা কারা স্বীকার করেছে এবং কারা স্বীকার করেনি। নিপুণকে জানায় — জীবসিদ্ধি নামক একজন ক্ষপণক,শকটদাস এবং চন্দনদাস নামক তিনজন ব্যক্তি চন্দ্রগুপ্তকে রাজা হিসেবে মানতে নারাজ।জীবসিদ্ধি নামক ক্ষপণক চাণক্যেরই একজন দূত ,তা নিপুণক জানতেন না।নিপুণকে অনেক মিষ্টভাষী।চাণক্যের শিষ্য এবং নিপুণকের মধ্যে যখন কথাবার্তা চলছিল, তখন সে বলেছিল সে চাণক্যকে ধর্মোপদেশ দেবে। তাঁর একথা শুনে চাণক্যের শিষ্য তাঁকে মূর্খ বলে ধিক্কার জানালে সে বলে —

"মা কুপ্যঃ,ন হি খলু সর্বঃ সর্বং জানাতি,ত কিমপি তে উপাধ্যায়ো জানাতি,কিমপি অস্মাদৃশা অপি জানন্তি"।

অর্থা,সবাই সবকিছু জানে না, কিছু বিষয় তোমার উপাধ্যায় জানে কিছু বিষয় আমাদের মত মানুষও জানে। তাঁর এই উক্তিটি আজও 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকটিকে এক অন্যমাত্রা দান করেছে।

সিদ্ধার্থক

সিদ্ধার্থক নামক গুপ্তচরদের উল্লেখ 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকের প্রথমাঙ্কে পাওয়া যায়।সে চাণক্যের একজন গুপ্তচর।শকটদাসের লেখা সঙ্গে নিয়ে তাঁর প্রবেশ হয় নাটকে।সিদ্ধার্থক তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে এতটাই সততার পরিচয় দিয়েছেন যে,স্বয়ং চাণক্যও তাঁর কাজের প্রশংসা করেছেন এবং তাঁকে ভরসা করে বলেছেন — সিদ্ধার্থককে সে একটা কাজ দেবে যেটা স্বয়ং চাণক্য করতে চান —

"ভদ্র! কস্মিংশ্চি আত্মনা অনুষ্ঠেয়ে কর্মণি ত্বাং ব্যাপারয়িতুমিচ্ছামি"।

চাণক্য তাঁকে বলেন, সে যেন শকটদাসকে বধ্যভূমি থেকে পালাতে সাহায্য করে এবং শকটদাসকে যেন রাক্ষসের কাছে নিয়ে যায় এবং রাক্ষসের বিশ্বাসভাজন হয়।রাক্ষস পারিতোষিক দিলে যেন গ্রহণ করেন।

বিরাধগুপ্ত —বিরাধগুপ্ত 'মুদ্রারাক্ষস 'নাটকে উল্লিখিত রাক্ষসের একজন গুপ্তচর। তাঁর আবির্ভাব নাটকের দ্বিতীয়াঙ্কে। সাপুড়ের ছদ্মবেশে সে নগরের প্রান্তে প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়ে সে সকল সংবাদ জানতে পেরেছিল তাই রাক্ষসকে জানিয়েছিল।বিরাধগুপ্ত জানিয়েছিল কিভাবে রাক্ষসকৃত বিষকন্যা দ্বারা চন্দ্রগুপ্তকে হত্যার পরিকল্পনা সকল ব্যর্থ হয়েছে , চন্দ্রগুপ্ত হত্যার পরিবর্তে বৈরোচক ও বর্বরক নামক দুজন রাক্ষসপক্ষের লোক মারা গিয়েছে। রাক্ষসের প্রিয়বন্ধু চন্দনদাসের কাছে রাক্ষসের পরিবারের খোঁজ চাওয়া হলে চন্দনদাস তা জানাতে নারাজ হলে , চাণক্য তাঁর ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে স্ত্রী সন্তানসহ তাঁকে কারাগারে বন্দি করেছে।

বিরাধগুপ্তের কাছে এসব সংবাদ শুনে রাক্ষস অনেক ব্যথিত হন এবং কিভাবে তাঁর কার্য সম্পাদন করবেন এই ভেবে চিন্তিত হলে বিরাধগুপ্ত বলেছেন —

"প্রারভ্যতে ন খলু বিঘ্নভয়েন নীচৈঃ
প্রারভ্য বিঘ্নবিহতা বিরমন্তি মধ্যাঃ।
বিঘ্নৈঃ পুনঃ পুনরপি প্রতিহন্যমানাঃ
প্রারব্ধমুত্তমগুণস্তমিবোদ্বহন্তি"।৬

আলোচ্য উক্তির মাধ্যমে বিরাধগুপ্ত বোঝাতে চেয়েছেন উত্তমজনেরা কোনো কার্য শুরু করলে মাঝপথে তা থামানো উচিত নয়। বিঘ্ন যতই আসুক না কেন নিজ কার্যে অচল থাকাই উত্তমজনের কাজ।

এই সকল বাক্যের মাধ্যম তাঁর অসাধারণ বাগ্মীতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বনেচর

মহাকবি ভারবির একমাত্র সাহিত্যকৃতি 'কিরাতার্জুনীয়ম্' মহাকাব্য। মহাভারতের 'বনপর্ব' থেকে মহাকাব্যের কাহিনী সংগৃহীত হলেও প্রথম সর্গের বনেচর বৃত্তান্তটি মহাকাবির নিজস্ব সৃষ্টি।

কিরাতার্জুনীয়মের প্রথম সর্গের বর্ণনায় বনেচর হলেন যুধিষ্ঠিরের একজন গুপ্তচর।যিনি ব্রহ্মচারী বেশ ধারণ করে মহারাজ দুর্যোধনের রাজধানী পরিদর্শন করে সেখানকার মানুষের প্রতি দুর্যোধন যে রাজোচিত দায়িত্ব,কর্তব্য পালন করেছেন, তা মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে জানিয়েছেন।

দুর্যোধনের রাজ্য থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে দ্বৈতবনে প্রভুর কাছে ফিরে এসে তা প্রভুর কাছে জানানোর পূর্বে গুপ্তচরদের কর্তব্য সম্পর্কে তুলে ধরেছেন —

"ক্রিয়াসু যুক্তৈর্নৃপ চারচক্ষুষো
ন বঞ্চনীয়াঃ প্রভবঃ অনুজীবিভিঃ।
অতঃ অর্হসি ক্ষন্তুমসাধু সাধু বা
হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ।।"৭

অর্থা চারচক্ষু প্রভুগণকে কার্যে নিযুক্ত ভৃত্যগণের কখনো প্রতারিত করা উচিত নয়। অতএব আমার বাক্য প্রিয় হোক বা অপ্রিয় হোক, আপনি তা ক্ষমা করবেন। কেননা,মনোহর অথচ হিতকর বাক্য জগতে দুর্লভ।

সে তাঁর এরূপ বাক্যের মাধ্যমে নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে পরিস্ফুট করেছেন।তারপর রে সকল তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছিল তা সকল যুধিষ্ঠিরকে জানায়।

কুরঙ্গক

বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' গদ্যকাব্যের 'পঞ্চম উচ্ছ্বাসে' কুরঙ্গকের বর্ণনা পাওয়া যায়।কুরঙ্গকের পরিচয় হর্ষচরিতে তাঁর পরিচয় দেওয়া হয়েছে একজন অশুভ বার্তাবাহক রূপে। রাজ্যবর্ধন হুনবধের জন্য উত্তরাপথের দিকে অনুগমন করলে সঙ্গে তাঁর ভ্রাতা হর্ষবর্ধনও কিছুটা পথ এগিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁর সঙ্গে রান। কিন্তু মৃগয়ার জন্য তিনি কিছুদিন বাইরেই থেকে যান। এমতাবস্থায় দেখা যায় হর্ষবর্ধনের পিতা প্রভাকরবর্ধন অত্যন্ত অসুস্থ,তাই এই বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য রাজধানী থেকে কুরঙ্গককে পাঠানো হয়।

কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে কুরঙ্গক খুবই সচেতন । প্রভুর বার্তা মত শীঘ্র পৌঁছে দেওয়া যায়, এইভেবেই সে এতটা দ্রুততার সঙ্গে গমন করেছিল যে কবি কল্পনা করেছেন —

"রাজবার্তাশ্রবণকুতূহলিন্যা মেদিন্যেবানুগম্যমানম্"৮

রোদে এবং পথশ্রমে তাঁর মুখ কালিমালিপ্ত হয়েছিল।কবি বলেছেন,সে পক্ষযুক্ত পক্ষিরাজের মত সে উড়ে আসছে, প্রভুর নিয়োগই যেন তাঁকে পিছনে ঠেলছে।প্রভুভক্তি কুরঙ্গকের কাজের মধ্য দিয়ে ভীষণভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

দুর্মুখ

মহাকবি ভবভূতির 'উত্তররামচরিতের' একজন গুপ্তচর হলেন দুর্মুখ।। তাঁর নামের সঙ্গে সংগতি রেখে তাঁর পরিচয় দেওয়া হয়েছে একজন অশুভ বার্তাবাহকরূপে। রামায়ণের 'উত্তরকাণ্ডে'র ঘটনাবলম্বনে 'উত্তররামচরিত' নাটক রচিত,তাই রাবণ কর্তৃক অপহৃত সীতা পুনরায় রামের নিকট ফিরে এসেছেন,সীতাকে নিয়ে মহারাজ রামের জনপদবাসী কিরূপ মন্তব্য করছেন তা জানার জন্যই রামচন্দ্র দুর্মুখকে নিযুক্ত করেছেন।সে এসে রামকে সীতা বিষয়ক জনপবাদ রামকে জানায়।

বার্তা সংগ্রহ করাই গুপ্তচরদের প্রধান কাজ। সীতা বিষয়ক জনপবাদ সে রামকে জানাতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে এবং নিজের কর্তব্যের প্রতি দোষারোপ করেছে।

"হা কথমিদানীং দেবীমন্তরেণেদৃশমচিন্তনীয়ং জনপবাদং দেবস্য কথয়িষ্যামি? অথবা নিয়োগঃ খলু ভয় মন্দভাগধেয়সৈষঃ।।"৯

রামের সীতা বিষয়ক সিদ্ধান্তের জন্য দুর্মুখ কষ্ট পেয়েছেন এবং রামকে বলেছেন, — যিনি অগ্নিতে পরিশুদ্ধা, তাঁর গর্ভে পবিত্র সন্তান, জনপদবাসীদের কথায় রাজা রামচন্দ্রের এরূপ সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত হচ্ছে না।

দুর্মুখ একজন দূত । রাজার আজ্ঞা পালন করাই তাঁর কর্তব্য ।গর্ভভারে ভারাক্রান্তা সীতাকে রামচন্দ্র নির্বাসিত করেছেন তা দেখে দুর্মুখের মনে অনেক কষ্ট হয়েছিল কিন্তু সে কিছু করতে পারেনি কেননা সে কেবলমাত্র একজন দূত। বার্তা সংগ্রহ করাই তাঁর কাজ, সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার তাঁর নেই।

সুন্দরক

সুন্দরক চরিত্রটির উল্লেখ 'বেণীসংহার' নাটকের চতুর্থাঙ্কে দেখা যায়। অর্জুন এবং কর্ণপুত্র বৃষসেনের মধ্যে প্রবল যুদ্ধ হয় কিন্তু শেষে অর্জুনের হাতে বৃষসেন মারা যায়।এই যুদ্ধকালীন বিবিধ ঘটনার কথা সুন্দরক দুর্যোধনকে জানায়।

উপসংহার

রাজারা সিংহাসনে বসে রাজ্যশাসন করেন কিন্তু তার পশ্চাতে যাদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি থাকে, তাঁরা হলেন দূত। স্বরাষ্ট্রনীতি, পররাষ্ট্রনীতি সকলই দূতের কার্যাবলীর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। একজন দূত যদি অস হন,মিথ্যা বার্তা রাজাকে জানান, সেই রাজ্য ধ্বংস হতে খুব বেশি সময় লাগে না,বৈদেশিক আক্রমণের সম্ভাবনা বাড়ে কিন্তু দূত যদি স হন রাজ্যের সমৃদ্ধি তো হয়ই, সেই সঙ্গে পররাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কও গড়ে ওঠে।

করভক, বনেচর,কুরঙ্গক,নিপুণক প্রভৃতি যে সকল দূতের কথা আলোচনা করা হল , তাঁরা প্রত্যেকেই সততার সঙ্গে আপন আপন কার্যাবলী সম্পন্ন করেছ সঙ্গে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিতেও সাহায্য করেছেন। গ্রন্থগুলিতে অন্যান্য চরিত্রের ভীড় মতই থাকুক না কেন, তাঁদের অবদান অস্বীকার করা যাবে না।

তথ্যসূত্র

১.. সরমাপণিসংবাদসূক্ত (১০/১০৮)

২. কিরাতার্জুনীয়ম্ (১/৪)

৩.মনুস্মৃতি (৭/৬৫)

৪.মনুস্মৃতি (৭/৬৪)

৫.অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ দ্বিতীয় অঙ্ক

৬.মুদ্রারাক্ষস (২/১৭)

৭.কিরাতার্জুনীয়ম্ (১/৪)

৮.হর্ষচরিতম্ (পঞ্চম উচ্ছ্বাস ,মূল ৬)

৯. উত্তররামচরিত (প্রথমাঙ্ক)

তথ্যসূত্র

1. মনুস্মৃতিঃ —কৌণ্ডিন্নায়নঃ শিবরাজ আচার্যঃ —চৌখম্বা বিদ্যাভবন
2. কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র —বসু ড. অনিল চন্দ্র —সংস্কৃত বুক ডিপো
3. অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ — চক্রবর্তী ড. সত্যনারায়ণ — সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
4. মুদ্রারাক্ষসম্ —সিংহ ড. সত্যব্রত —চৌখম্বা সংস্কৃত সীরীজ অফিস
5. কিরাতার্জুনীয়ম্ —বসু ড. অনিলচন্দ্র —সংস্কৃত বুক ডিপো
6. হর্ষচরিতম্ (পঞ্চম উচ্ছ্বাসঃ) —চক্রবর্তী ড. অলকা —সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
7. উত্তররামচরিতম্ — আচার্যশাস্ত্রী সীতানাথ,দাস দেবকুমার — সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
8. বেণীসংহারম্ — রামদেবঝামৈথিলঃ পণ্ডিত,আদিত্যনারায়ণপাণ্ডেয়ঃ পণ্ডিত —চৌখম্বা অমরভারতী প্রকাশন
9. বৈদিক বাঙ্ময় —সর্বজ্ঞভূষণ —সংস্কৃতগঙ্গা